বাৎসরিক পর্যালোচনা-২০১৮

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ (বিআইএসআর) ট্রাস্ট

হাসিনা ডি-প্যালেস, এ্যাপার্টমেন্ট # ৬/বি, বাসা # ৬/১৪, ব্লক-এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

জানুয়ারি, ২০১৯

সমাজ, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলা

২০১৮ সালে বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে অনেক ঘটনা বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। বছরটিতে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

বছরটির সর্বাধিক আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম ছিলো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১। যুক্তরাষ্ট্র থেকে গত ১২ মে ২০১৮ ইং তারিখে উৎক্ষেপন করা এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নিজস্ব স্যাটেলাইটের যুগে পদার্পণ করে বাংলাদেশ। গত বছরে বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বছরের শুরুর দিকে ৪জি চালু হয়। এর আগে বাংলাদেশে ২জি থেকে ৩জি আসতে প্রায় দেড় যুগ সময় লেগে গেছে। এছাড়া, গত বছরে ৫জি-এরও পরীক্ষা চালানো হয়। ইন্টারনেটের এই ক্রমবর্ধমান সহজলভ্যতার ফলে ইন্টারনেট ভিত্তিক বিভিন্ন সামাজিক, স্বেচ্ছাসেবী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানও বিকশিত হয়েছে এবং হচ্ছে যা থেকে বিভিন্ন রকমের সেবা প্রদান শুরু হয়েছে। বিশ্বের আউটসোর্সিং তালিকায় গত বছরও বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। উল্লেখ্য বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে ছয় লাখ ফ্রিল্যান্সার কাজ করছে যাদের অধিকাংশই তরুণ। কাজের ধরন এবং সময় নির্বাচনে স্বাধীনতা থাকায় তরুণদের অনেকেই ফ্রিল্যান্সিং-কে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে।

> মানব উন্নয়ন সূচকে ৩ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। এই সূচকে ১৮৯ টি দেশের মধ্যে ২০১৭ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিলো ১৩৯ তম যা ৩ ধাপ এগিয়ে ২০১৮ সালে ১৩৬-এ উন্নীত হয়েছে। গত বছরও রোহিঙ্গা বিষয়টি মানুষের আলোচনায় ছিলো তবে এ বছর তাদের প্রত্যাবসনের বিষয়টিতে সাধারণ মানুষের বেশি আগ্রহ ছিলো। রোহিঙ্গাদের বিষয়ে মানবিক এবং দায়িত্বশীল নীতি গ্রহণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে *'২০১৮ স্পেশাল ডিস্টিংকশন অ্যাওয়ার্ড ফর আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাচিভমেন্ট'*

বছরটিতে মোবাইল নম্বর পোর্টেবলিটি সেবা (এমএনপি) তথা নম্বর অপরিবর্তিত রেখে অপারেটর পরিবর্তন সেবা চালু হয় যা সাধারণ মানুষের বেশ আগ্রহের বিষয় ছিলো। এছাড়া ঢাকা শহরসহ বড় কয়েকটি শহরেও রাইড শেয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যক্রম শুরু করে। এর ফলে, মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে মানুষ সহজেই পরিবহন এবং অন্যান্য সেবা পেতে শুরু করে।

সামাজিক নিরাপত্তা ভাতার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধির সাথে বেড়েছে পরিমাণও। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ খাতে বরাদ্দ রাখা হয় ৬৪ হাজার ১৭৭ কোটি টাকা যা বাজেটের ১৩.৮১ শতাংশ। পোশাক শ্রমিকদের জন্য সর্বনিম্ন মজুরি ৮ হাজার টাকা করা হয়েছে যা ২০১৯ সাল থেকে বাস্তবায়ন হওয়ার কথা। সরকারী এবং বেসরকারী খাতের কর্মীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য বেড়েছে।

মানব উন্নয়ন সূচকে ৩ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। এই সূচকে ১৮৯ টি দেশের মধ্যে ২০১৭ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিলো ১৩৯ তম যা ৩ ধাপ এগিয়ে ২০১৮ সালে ১৩৬-এ উন্নীত হয়েছে। গত বছরও রোহিঙ্গা বিষয়টি মানুষের আলোচনায় ছিলো তবে এ বছর তাদের প্রত্যাবসনের বিষয়টিতে সাধারণ মানুষের বেশি আগ্রহ ছিলো। রোহিঙ্গাদের বিষয়ে মানবিক এবং দায়িত্বশীল নীতি গ্রহণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে *'২০১৮ স্পেশাল ডিস্টিংকশন অ্যাওয়ার্ড ফর আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাচিভমেন্ট'* সম্মাননা দেয়া হয়।

বছরটিতে পেশাজীবীদের বিদেশে কর্মসংস্থান অব্যাহত ছিলো তবে তা ২০১৭ সালে ১০ লাখ ৮ হাজার ৫২৫ জন হলেও ২০১৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত কমে গিয়ে ৬ লাখ ৮৪ হাজার ৯৬২ জনে দাঁড়িয়েছে। গতবছর বিদেশে নারী শ্রমিকদের উপর নিপীড়ন এবং নিরাপদ অভিবাসনের বিষয়টি অন্যতম আলোচিত বিষয় ছিলো। বিশেষ করে সৌদি আরব থেকে বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের শিকার হওয়া নারীরা ফেরৎ এলে এবং তাদের নিপীড়নের কথা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বিষয়টি বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মাঝে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করে।

বছরটিতে প্রথমবারের মত রোবট অলিম্পিয়াডে স্বর্ণপদক লাভ করে বাংলাদেশ। এসএসসি এবং সমমানের পরীক্ষাগুলিতে গত বছরগুলোর তুলনায় ২০১৮ সালে পাশের হার কিছুটা কমেছে। কয়েকটি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠলেও ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮-তে তা কমেছে। দেশে স্বাক্ষরতার হার বর্তমানে ৭২.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে যা আগের তুলনায় বেশি কিন্তু দেশে স্বাক্ষরতা বৃদ্ধির জন্য বছরটিতে বিশেষ কোনো উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানা যায়নি।

শিক্ষার্থীদের অরাজনৈতিক 'নিরাপদ সড়ক চাই' আন্দোলনটি বছরের সবচেয়ে বেশি আলোচিত ঘটনাগুলির মধ্যে একটি ছিলো। আন্দোলনটি ঢাকা শহর থেকে শুরু হলেও তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। এছাড়া, কোটা সংস্কার আন্দোলনও বেশ আলোচিত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রকমের অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ দীর্ঘদিন চলতে থাকে।

সারা বছর ধরে সৃজনশীল বই প্রকাশ অব্যাহত থাকে যা দেশের মানুষের মননশীলতার পরিচয় বহন করে। বছরটিতে বাংলা একাডেমি যথারীতি অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন করে যেখানে মোট ৪৫৯১টি নতুন বই প্রকাশিত হয়। মেলাতে মোট ৭০.৫ কোটি টাকার বই বিক্রির খবর জানা যায় যা আগের বছরের তুলনায় ৫ কোটি টাকা বেশি। তবে লেখার বিষয়বস্তু এবং মান নিয়ে এবারও প্রশ্ন থেকে যায়। এগুলোর মধ্যে ৪৮৮ টি বইকে মান সম্পন্ন বই বলে মনে করেছে বাংলা একাডেমি। এ ছাড়া সারা বছর যে বই প্রকাশিত হয় তার সংখ্যা এর ৫% বেশি হবে না। বছরটিতে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল লিট ফেস্ট অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বিভিন্ন দেশের লেখক-পাঠকগণ অংশগ্রহণ করেন। এবারের আয়োজনে অংশ নেয়া পুলিৎজারজয়ী লেখক, অস্কারজয়ী তারকা এবং বরেণ্য লেখক-চিন্তকদেরকে ঘিরে অংশগ্রহণকারী তরুণদের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

> ইউটিউব এবং অনলাইনভিত্তিক মিউজিক ভিডিও, নাটক এবং স্বল্প-দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রবণতা বছরটিতে লক্ষ্য করা গেছে। ভালো গল্প এবং কম বিজ্ঞাপন থাকায় কিছু কিছু অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। তরুণদের মধ্যে ইউটিউব ব্যবহারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজেদের মেধা ও দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে যেমন, সঙ্গীত, নাচ, অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের পর্যালোচনা (রিভিউ), প্রভৃতি বিষয়ে ব্যক্তিগত ইউটিউব চ্যানেল পরিচালনা করা এবং সেখান থেকে পরিচিতি অর্জন ও অর্থ উপার্জনের প্রবণতা বেড়েছে।

ফ্যাশন এবং সৌন্দর্য চর্চায় মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। শহর অঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামের মানুষের মধ্যেও বিউটি পার্লারে গিয়ে সৌন্দর্য চর্চার প্রবণতা বেড়েছে। শহর অঞ্চলের পুরুষদের মধ্যে বিউটি সেলুন এবং জেন্টস পার্লারে গিয়ে সৌন্দর্য চর্চার আগ্রহ বেড়েছে। ছেলেদের পোশাকের ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না হলেও নারীদের পোশাকের ক্ষেত্রে তৈরী পোশাকে বেশি আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে যেমন ভাঁজসহ তৈরী শাড়ির প্রতি নারীদের আগ্রহ বেড়েছে। বছরটিতে নারীদের মাঝে ফ্যাশন-হিজাবের জনপ্রিয়তা ছিলো। অন্যদিকে পুরুষদের মাঝে বিশেষ বিশেষ স্টাইলে দাড়ি রাখার প্রবণতা তরুণ সমাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে বিশেষ হেয়ার স্টাইল এ বছরও অব্যাহত ছিলো। ছেলেদের মধ্যে থ্রি-কোয়াটার প্যান্ট এবং মেয়েদের মধ্যে জিন্স ব্যবহার কিছুটা বেড়েছে। শহর এলাকায় তরুণ-তরুণীদের মধ্যে জোড়া বেঁধে খাবার হোটেলে ও পার্কে ঘোরা কিছুটা বেড়েছে।

পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান বেশ জাঁকজকমভাবে কোনো নিরাপত্তা হুমকি ছাড়াই উদযাপিত হয়েছে। বিভিন্ন উৎসব এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য মধ্যবিত্তের মধ্যে কেনাকাটা (শপিং) করার প্রবণতা বেড়েছে। বিভিন্ন উৎসবে এবং বড় ছুটির দিনগুলিতে অভ্যন্তরীণ পর্যটন যেমন দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধবসহ অবকাশ যাপনের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। অবকাশের সময় বিভিন্ন স্থানে কিছু অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর সারা বছরই পাওয়া যায়। কক্সবাজারসহ বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আগের তুলনায় বেড়েছে বলে জানা যায়। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় বেশ কিছুদিনের জন্য পর্যটন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের উপস্থিতি ক্রমবর্ধমান ছিলো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক ব্যবহার হলেও এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক এবং নতুন প্রযুক্তিতে তরুণদের

আগ্রহ বছরটিতে ক্রমবর্ধমান ছিলো। তাদের মধ্যে বড় বড় প্রযুক্তিক প্রতিষ্ঠানের সর্বশেষ পণ্য কেনার প্রতিযোগীতা ছিল। শহর অঞ্চলে বিশেষ করে ঢাকা শহরে পুরুষদের মাঝে মোটরসাইকেল এবং নারীদের মাঝে স্কুটি ব্যবহারের প্রবণতা বেড়েছে।

বছরটিতে চলচ্চিত্র এবং মিউজিক ভিডিও নির্মাণে বাজেট বেড়েছে বলে জানা যায়। বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মোট ৫৬টি কাহিনীচিত্র মুক্তি পায়; তম্মধ্যে ৮-১০টিকে কেন্দ্র করে দর্শকদের আগ্রহ ছিলো। মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত ছবি ছিলো মাত্র একটি (পোস্টমাস্টার '৭১)। বছরের শেষের দিকে মুক্তি পায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র "হাসিনা: অ্যা ডটারস টেল"। সিনেমা হলের পাশাপাশি টিভিতেও চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। এই চলচ্চিত্রকে ঘিরে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ এবং আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। চলচ্চিত্র অঙ্গনে বছরটিতে যৌথ প্রযোজনা বিতর্ক ছিল। দেশীয় পরিচালক এবং শিল্পীদের একাংশ যৌথ প্রযোজনার বিরুদ্ধে অনিয়ম এবং দেশীয় সংস্কৃতির জন্য হুমকির অভিযোগ আনেন যা চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মধ্যে আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি করে।

পল্লী অঞ্চলে কিছু কিছু জায়গা ছাড়া বছরটিতে যাত্রাগান, পালা গান, বা কাওয়ালী গানের তেমন বড় কোন আয়োজন দেখা যায়নি তবে বিভিন্ন পীরের আসরে বা দরগাহে যথারীতি ওরস-এর আয়োজন দেখা গেছে। এবারও ফোক ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয় যার প্রভাব পড়ে বিভিন্ন বয়সী মানুষের মাঝে। তরুণ প্রজন্মের মাঝে আধুনিক মিউজিকের সাথে পুরনো জনপ্রিয় ফোক গানের মিশ্রণ বা ফিউশন এবছরও বেশ জনপ্রিয় ছিলো।

ইউটিউব এবং অনলাইনভিত্তিক মিউজিক ভিডিও, নাটক এবং স্বল্প-দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রবণতা বছরটিতে লক্ষ্য করা গেছে। ভালো গল্প এবং কম বিজ্ঞাপন থাকায় কিছু কিছু অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। তরুণদের মধ্যে ইউটিউব ব্যবহারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজেদের মেধা ও দক্ষতা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে যেমন, সঙ্গীত, নাচ, অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের পর্যালোচনা (রিভিউ), প্রভৃতি বিষয়ে ব্যক্তিগত ইউটিউব চ্যানেল পরিচালনা করা এবং সেখান থেকে পরিচিতি অর্জন ও অর্থ উপার্জনের প্রবণতা বেড়েছে। ইন্টারনেটে মুলধারার সঙ্গীতের পাশাপাশি ইসলামিক ওয়াজ-মাহফিলের অনুষ্ঠান এবং সঙ্গীতের চর্চাও লক্ষ করা গেছে।

বছরের শেষের দিকে সংসদ নির্বাচনে এবং নির্বাচনী প্রচারণায় অভিনেতা, শিল্পী এবং খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ আগ্রহ এবং আলোচনার সৃষ্টি করে। এছাড়া, নির্বাচনী প্রচারণাকে কেন্দ্র করেও বিভিন্ন বিনোদন মাধ্যম ব্যবহার করতে দেখা যায়।

বছরটিতে খেলাধুলায় বাংলাদেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ছিলো। তবে সব ধরনের খেলার মধ্যে ক্রিকেটে বাংলাদেশের অর্জন ছিলো সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। নারী ক্রিকেট দলের টি-২০ এশিয়া কাপ জয় ছাড়াও পুরুষ ক্রিকেট দলের রেকর্ড সংখ্যক জয় এসেছে বছরটিতে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল জিতেছে মোট ২১টি ম্যাচ যা এক বছরে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক জয়।

বছরটিতে ফুটবলেও বাংলাদেশের অবস্থা ইতিবাচক ছিলো। বিগত ২০১৭ সালে কোন আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেললেও ২০১৮ সালে এসে ২ টি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট-এর আয়োজন করেছে এবং ৮ টি ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ দল। কয়েকটি জয় নিয়ে ফিফা র‍্যাংকিং-এ কিছুটা উন্নতি করেছে (১৯৭ থেকে ১৯২-এ পৌছেছে)। ছেলে ও মেয়েদের বয়সভিত্তিক ফুটবলেও বেশ সাফল্য পেয়েছে বাংলাদেশ।

নারী ও শিশু

বিগতবছরগুলোর মত ২০১৮ সালেও বিভিন্ন খাতে নারীর অবদান ছিল লক্ষণীয়। বছরের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গ্লোবাল ওমেন লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড অর্জন উল্লেখযোগ্য। নারী-পুরুষ সমতার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ অবস্থানও নারীদের অর্জনগুলোর মধ্যে ছিল অন্যতম। বছরটিতে কর্মক্ষেত্রে নারীর অবদান ৩৩.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬.৩ শতাংশ হয়েছে। এর মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়তে উন্নীত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতিতেও নারীর অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়ে শিশু ও নারীর অংশগ্রহণ অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে শতকরা ৫১ ভাগে উন্নীত হয়েছে। বাল্যবিবাহ ও মাতৃমৃত্যুর হারও ছিল ক্রমহ্রাসমান।

নারী-পুরুষ সমতার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ অবস্থানও নারীদের অর্জনগুলোর মধ্যে ছিল অন্যতম। বছরটিতে কর্মক্ষেত্রে নারীর অবদান ৩৩.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬.৩ শতাংশ হয়েছে। এর মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়তে উন্নীত হয়েছে।

জিডিপি প্রবৃদ্ধিতেও নারীর অবদান বৃদ্ধি পেয়ে ২০ শতাংশের কিছুটা বেশি হয়েছে যা ২০১৭ সালে ছিল ১৫ শতাংশ। নারীর এই উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও জেন্ডার বাজেট রাখা হয়েছে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৪২ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি। তবে নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্র বছর জুড়েই অব্যাহত ছিল। এছাড়া নারী ক্রিকেটারদের টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপ জয় ও ফুটবলারদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জয় বছরটিতে নারীদের অর্জনকে আরো সুস্পষ্ট করে তোলে। বছর শেষে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীদের সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ ও জয়লাভ দেশকে নারী-পুরুষ সমতায় আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিলো ৬৯ জন যার মধ্যে ২২ জন নির্বাচিত হন যা বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

২০১৮ সালে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জন করে বাংলাদেশ। শূন্য থেকে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ২৮ জনে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এ সাফল্য ইউনিসেফ কর্তৃক স্বীকৃতি পায়। শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলে শিশুদের শতভাগ অংশগ্রহণ অব্যাহত ছিল। ১৮ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী ছেলেকে কোলে করে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া সীমা সরকার দ্বিতীয় বাংলাদেশী নারী হিসেবে বিবিসির ২০১৮ সালের বিশ্বের ১০০ অনুপ্রেরণাদায়ী ও প্রভাবশালী নারীর তালিকায় স্থান পেয়েছেন যেটি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণকে অনুপ্রাণিত করবে। এছাড়া নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের মাধ্যমে ট্রাফিক আইনের সংস্কার সাধনও বছরটিতে শিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন ছিল। এর ফলে অন্তত ৯৯ শতাংশ মোটর সাইকেল আরোহীকে মাথায় হেলমেট পরতে দেখা যায় যা আগে সম্ভবত ১৫ শতাংশের বেশি ছিল না। তাদের আন্দোলনের ফসল হিসাবে সড়ক দুর্ঘটনাও আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে।

অর্থনীতি

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশ্বের দ্বিতীয় দ্রুততম ক্রমবর্ধমান প্রধান অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে যা গত এক দশক ধরে গড়ে ৬.৫% জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বে ৪২ তম (নমিনাল) এবং ৩১ তম (পিপিপি) স্থান অর্জন করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০১৮) এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জিডিপির পরিমাণ ২৮৫.৮১৭ (নমিনাল) বিলিয়ন এবং ৭৫১.৯৫ (পিপিপি) বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এছাড়াও ২০১৮ সালে পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ২য়, ধান উৎপাদনে ৪র্থ এবং চা উৎপাদনে ১২তম স্থান

অর্জন করেছে। ২০১৮ সালে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার ৭.৭৮% -এ পৌঁছেছে যা ২০১৭ সালে ছিল ৭.২৪%। বাংলাদেশের এই বৃদ্ধির হার স্বাধীনতার পরে সর্বোচ্চ। পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত, মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও অগ্রগতিতে প্রধান অবদান রেখেছে সেবা, শিল্প ও কৃষি খাত যথাক্রমে ৫২.১১%, ৩৩.৬৬% এবং ১৪.২৩%। বছরটিতে মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিলো প্রায় ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের তুলনায় ১০.৮১ শতাংশ বেশি।

জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারের পাশাপাশি, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু আয়েরও উন্নতি হয়েছে। বিগত অর্থবছরে (২০১৭-১৮) মাথাপিছু আয় ছিল ১,৬০২ মার্কিন ডলার, যা ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৫২ মার্কিন ডলার হয়েছে; মাথাপিছু আয়ের রেকর্ডে যা এ যাবত সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর লেবার ফোর্স সার্ভের (মার্চ, ২০১৭) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট ৬২.১ মিলিয়ন শ্রম শক্তির মাঝে ২.৬ মিলিয়ন জনবল বেকার রয়েছে যা প্রায় ২.১৮%। তবে বিশ্বব্যাংকের ডিসেম্বর, ২০১৭ এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের বেকারত্বের হার প্রায় ২.১০%। যদিও গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বেকারত্ব বাংলাদেশের অন্যতম একটি সমস্যা, তথাপি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেকারত্ব কমানোর বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিকল্পনা নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ প্রকাশিত (অক্টোবর, ২০১৭) তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ২৪.৩% যা ২০১৮ সালে এসে আরো ১-১.৫% কমতে পারে। বছর শেষে প্রায় ১২.৯% মানুষ চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছে যা গত বছর ছিল প্রায় ১৩.৭%। তবে দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রগতি হলেও সারা পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশে ধনী শ্রেণীর সংখ্যা দ্রুততম বৃদ্ধির ফলে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ১ম ১০% শীর্ষ ধনীদের কাছে ২৬.৯% আয় চলে যায়, আর শেষ ১০% মানুষের কাছে পৌঁছায় ৩.৮% আয়। অর্থাৎ শীর্ষ ১০% ধনী শেষ ১০% -এর তুলনায় প্রায় ৮ গুণ বেশী আয় করেন। যার ফলে মোট দেশজ উৎপাদন/আয় বৃদ্ধি পেলে তার সুফল সাধারণ মানুষের নিকট কম পৌঁছায়। গড়ে মূল্যস্ফীতি বেড়ে এই বছর প্রায় ৫.৭৮ শতাংশ যা বিগত বছর ছিল ৫.৫ শতাংশ। চলতি অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবে বরাবরের মত বাজেট ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বাজেটের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৪,৬৪,৫৭৩ কোটি টাকা যা মোট জিডিপির ৪.৯ শতাংশ। উন্নয়ন বাজেট ১,৭৯,৬৬৯ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৩৮.৬৭ শতাংশ এবং ঘাটতি বাজেট ১,২৫,২৯৩ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ২৬.৯৭ শতাংশ। এই অর্থ বছরেও বাজেট প্রস্তুতির পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি যদিও বিআইএসআর দীর্ঘদিন ধরে চাহিদা ভিত্তিক বাজেট তৈরী বিষয়ে প্রস্তাব দিয়ে আসছে। চাহিদা ভিত্তিক বাজেট তৈরী না হওয়ার ফলে অর্থ অপব্যবহারের বা অব্যবহৃত থাকার সুযোগ থেকে যাচ্ছে যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর সাধারণ মানুষ তা নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করে। সাম্প্রতিক সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমেছে। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে ৭.৫৭%। মোট বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ৩১,০৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৭ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩৩, ৪৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রেমিট্যান্সকে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সর্বশেষ তথ্য (নভেম্বর, ২০১৮) অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০১৮ সালে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ১৪২৯৪.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৭ সালের তুলনায় প্রায় ৫.৭% বেশি।

বাংলাদেশ এখন আট মাস পণ্য আমদানি করার সক্ষমতা অর্জন করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় সর্বনিম্ন (তিন মাসের আমদানির সক্ষমতা) অনেক বেশি। এখন সময়ের অন্যতম প্রধান চাহিদা হলো বেশি বেশি আয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ এর সঠিক ব্যবহার সুনিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ এখন আট মাস পণ্য আমদানি করার সক্ষমতা অর্জন করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় (সর্বনিম্ন তিন মাসের আমদানির সক্ষমতা) অনেক বেশি। এখন প্রয়োজন আয় বৃদ্ধিতে বৈদেশিক রিজার্ভ-এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। ব্যাংকিং খাতের সূচক অনুযায়ী শেয়ার বাজারে ২০১৮ সালে ব্যাংকিং খাত সেরা সূচক অর্জন করেছে। ২০১৭ সালে মোট খেলাপী ঋণের পরিমাণ ছিল ৬২,১৭২ কোটি টাকা যা ২০১৮ সালের মার্চে এসে হয় ১৩১,৬৬৬ (১১১.৭৭%) কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক খেলাপী ঋণের সঠিক পরিমাণ প্রকাশ করতে বললেও বেশিরভাগ ব্যাংক তা গোপন করার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। গত বছর রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলির খেলাপী ঋণের পরিমাণ সর্বাধিক ছিল, তবে কিছু বেসরকারি ব্যাংকেরও ২০১৮ সালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খেলাপী ঋণ ছিল। অকার্যকর ঋণ বৃদ্ধি ও পুঁজির অপর্যাপ্ততা এসব ব্যাংকগুলির স্বাভাবিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারকে জনগণের করের টাকা থেকে খরচ করতে হয়, যা দীর্ঘায়িত হলে করদাতারা নিরুৎসাহিত হতে পারেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কঠোর নীতি গ্রহণ করতে পারে।

রাজনীতি

২০১৮ সালে রাজনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল সংসদ নির্বাচন, নির্বাচন কেন্দ্রিক বড় বড় জোট গঠন, জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল, খালেদা জিয়া ও তারেক জিয়ার শাস্তি, ছোট ছোট দলগুলোর বড় বড় নেতা নিয়ে জোট গঠন, ৭ বারের নির্বাচিত বর্ষীয়ান নেতা সুরনজিৎ সেনগুপ্তের মৃত্যু, অনেক প্রখ্যাত নেতার নির্বাচনে অযোগ্যতা, শিল্পীদের নির্বাচনে ও নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ, আলোচিত মনোনয়ন বাণিজ্য, বেশ কিছু বড় নেতার নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা, নির্বাচন কেন্দ্রিক হালকা সংঘাত, বিরোধী শিবিরের নেতা ও কর্মী আটকের অভিনব কৌশল, নির্বাচনে ২৫৯ সিটে আওয়ামী লীগের বিজয়, পুনরায় শেখ হাসিনার সরকার গঠন, ইত্যাদি প্রধান।

নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে আগে প্রচুর আলোচনা হলেও বছর শেষে সরকারী দলের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে সকল নিবন্ধিত দল অংশগ্রহণ করলেও প্রধান দুটি শিবির ছিল সকলের আলোচনার বিষয়। জাতীয় পার্টি ও তার জোট নির্বাচনের আগেই

নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে আগে প্রচুর আলোচনা হলেও বছর শেষে সরকারী দলের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে সকল নিবন্ধিত দল অংশগ্রহণ করলেও প্রধান দুটি শিবির ছিল সকলের আলোচনার বিষয়। জাতীয় পার্টি ও তার জোট নির্বাচনের আগেই তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ফলে নির্বাচনের ফলাফল তাদের অনুকূলে তেমন একটা যায় নি।

তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ফলে নির্বাচনের ফলাফল তাদের অনুকূলে তেমন একটা যায়নি।

নির্বাচন কেন্দ্রিক জোট গঠনের ক্ষেত্রে বিএনপি কিছুটা উদ্ভাবনের পরিচয় দেয়। বিকল্পধারাও এবার নির্বাচন কেন্দ্রীক কিছুটা উদ্ভাবনের পরিচয় দেয়। তবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য মতে 'অভিনব পদ্ধতিতে' আটকের বিষয়ে কোনো পাল্টা উদ্ভাবনের কৌশল বিরোধী শিবির দেখাতে পারেনি। নির্বাচনী প্রচারে সামাজিক গণমাধ্যমের ব্যবহার এবং অপব্যবহার বেশি ছিল। তবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ করাতে তার অপব্যবহার কিছুটা কমেছে। ঐক্যজোট আবার প্রতি আসনে প্রথমে তিনটি করে মনোনয়ন দিয়ে এক ধরনের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বিগত নির্বাচনে মোট প্রার্থী ছিল ১৮৪০ যা আগের সে সময়ের তুলনায় বেশি। এছাড়া নারী প্রার্থীও ছিল ৬৮ জন যা আগের তুলনায় বেশি, সংখ্যালঘু প্রার্থী ছিল ৭৯। তবে উত্তরাধিকার হিসাবে নারীদের নেতৃত্বে আসাকে অনেকে নারীর ক্ষমতায়ন হিসাবে বিবেচনা করতে চান না। সারা বছর ইভিএম-এর পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হলেও শেষ পর্যন্ত এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণও একটি আলোচিত বিষয় ছিল। ৬টি সংসদীয় এলাকায় ইভিএম এর মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বছরটিতে বড় ধরনের কোনো হরতাল বা অবরোধ হয়নি। বড় কোনো নেতা খুন হয়নি। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট কিছু রাজনৈতিক দলের বা জোটের জন্ম হয়েছে। কিছু কিছু বড় নেতার দল পরিবর্তন ছিল আলোচনার বিষয়। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইসলামী দলগুলোর কদর আগের চেয়ে বেড়েছে। তবে নির্বাচনে তাদের সাফল্য খুবই সামান্য।

শিশুদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলন, কোটা বিরোধী আন্দোলন বছরব্যাপী বেশ আলোচিত ছিল। কোটা আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন রকমের সহিংসতা এবং পরস্পরকে দোষারূপ রছরের একটা সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সরকারের ভূমিকা নিয়ে নানা সময় নানা বিতর্ক দেখা দেয়। অনেকের কাছে সরকারের গৃহিত পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হয়নি।

সারাদেশে নির্বাচনের আগে প্রতিদিন বিরোধী শিবিরের লোকজন ধর-পাকড়ের শিকার হন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে মামলা প্রদান করা হয়েছে। 'গায়েবী মামলা' নামে একটি শব্দ সারা বছর ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। বিগত বছরটিতে পরস্পরকে ঘায়েল করার সংস্কৃতি থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি বের হয়ে আসতে পারে নি। শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে বুদ্ধি প্রয়োগ করে রাজনীতিকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা বছরটিতে তেমন দেখা যায়নি।

বছরটিতে সরকারের সাথে নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন জোটের ও দলের আলোচনা অনুষ্ঠান খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। তবে তা থেকে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য বিরোধী পক্ষ পায়নি। দর কষাকষির ক্ষমতা বিরোধীপক্ষ দেখাতে পারেনি। বছর শেষে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কিত বক্তব্য দিয়ে ঐক্যফ্রন্ট নেতা ড. কামাল হোসেন বেশ সমালোচিত হন।

রাজনীতিতে বিরোধী পক্ষ কিছুটা সৃজনশীল হওয়ার লক্ষণ দেখাতে পারলে তা শেষ পর্যন্ত সরকারের কৌশলের কাছে তেমন টিকতে পারেনি। শেখ হাসিনার বিকল্প হিসাবে অন্য কোনো দলে কোনো নেতা সৃষ্টি হয়নি। নির্বাচনের আগে নির্বাচনে হেরে যাওয়ার মানসিকতা ঐক্যফ্রন্টের নেতাদের মধ্যে দেখা গেছে। নির্বাচনের ফলাফল তাই তাদের অনুকুলে যায়নি।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

২০১৮ সালেও বিগত বছরগুলোর মতো বিভিন্ন ধরনের অপরাধ ও আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী কর্মকান্ড হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ-পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে মোট অপরাধের সংখ্যা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খুনের সংখ্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ২০১৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত চলন্ত বাসে ৫টি ধর্ষণ বা ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে যা ২০১৭ সালে ৬টি ছিল এবং ২০১৬ সালে ৩টি। শিশু নির্যাতনের কয়েকটি ঘটনা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বহুল আলোচিত হয়েছে। শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে এবছর সৌদি আরব থেকে ফিরেছেন অনেক নারী যা জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বলে দাবী করা হয়। ২০১৮ সালে জুলাই মাস পর্যন্ত আদালতে বিচারাধীন ফৌজদারি মামলার সংখ্যা ১৯ লাখ ১৮ হাজার ৫২৭টি।

বছরটিতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে প্রণীত উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ হচ্ছেঃ গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮; রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮; সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮; এবং সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮। উদ্দেশ্যমূলকভাবে দুর্ঘটনায় মৃত্যু (হত্যা) প্রমাণিত হলে মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে সড়ক পরিবহন আইন প্রণীত হয়েছে। আলোচিত 'কোটা সংস্কার' আন্দোলন ও 'নিরাপদ সড়ক চাই' আন্দোলনে গুজব ছড়িয়ে পড়ার ফলে বা নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে মুখোমুখি অবস্থানের কারণে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি মাঝে মাঝেই অবনতি হয়েছিল।

মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির অংশ হিসেবে মাদক বিরোধী অভিযানে নিহতের সংখ্যা দুশো ছাড়িয়েছে। সারাবছর জুড়েই জঙ্গি আস্তানায় র‍্যাব ও পুলিশের অভিযানে জীবিত ও মৃত অবস্থায় জঙ্গিদের আটক, অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার অব্যাহত ছিল। মার্চ মাসে অধ্যাপক জাফর ইকবালের উপর জঙ্গি আক্রমণটি বাদে তেমন কোনও বিশেষ লক্ষ্য-কেন্দ্রিক সন্ত্রাসী হামলা হয়নি। এ বছরটিতে তেমন কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেনি।

মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির অংশ হিসেবে মাদক বিরোধী অভিযানে নিহতের সংখ্যা দুশো ছাড়িয়েছে। সারা বছর জুড়েই জঙ্গি আস্তানায় র‍্যাব ও পুলিশের অভিযানে জীবিত ও মৃত অবস্থায় জঙ্গিদের আটক, অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার অব্যাহত ছিল। মার্চ মাসে অধ্যাপক জাফর ইকবালের উপর জঙ্গি আক্রমণটি বাদে তেমন কোনও বিশেষ লক্ষ্য-কেন্দ্রিক সন্ত্রাসী হামলা হয়নি। এ বছরটিতে তেমন কোনও সাম্প্রদায়িক

সংঘাত ও টানা-পোড়নের কারণে কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ সদস্যরা আক্রান্ত হয়েছেন। সারা বছর কোন-না-কোন সামাজিক অস্থিরতা বিরাজমান থাকলেও সংখ্যালঘুরা বড় কোনও আক্রমণের শিকার হয়নি। শাসন ক্ষমতায় ধারাবাহিকতা ও কড়া নজরদারী থাকার ফলে তেমন কোনও বড় রাজনৈতিক সহিংসতা, সাময়িক চরম অস্থিরতা ও হানাহানি, হত্যাকান্ড বা জ্বালাও-পোড়াও ছাড়াই বছরটি শেষ হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে পেশাদার ত্রাস-সৃষ্টিকারী অপরাধী, বন-দস্যু ও মাদক ব্যবসায়ীর ক্রস-ফায়ারের ঘটনাও কিছুটা বেড়েছে। কিছু জলদস্যু ও বনদস্যু বিভিন্ন সময়ে নিহত হয়েছে বা আইন-শৃঙ্গলা রক্ষাকারীর কাছে আত্মসমর্পন করেছে। রাজনৈতিক কারণে এবছরও অপহরণ ও গুম হয়েছে বলে গণমাধ্যমে অভিযোগ এসেছে। সারা বছর ধরেই বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের নামে মামলা ও গ্রেপ্তার চলমান ছিল। তবে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অরাজক পরিস্থিতি মোকাবিলায় বছরের শেষ দুই মাসে আটক করার হার বেশি ছিল।

সরকারের মেয়াদের শেষ বছর হওয়ায় আমদানির আড়ালে এ বছরটিতে বিদেশে অর্থ-পাচার বেড়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। মোবাইল চুরি ও ছিনতাই, ব্যাংক থেকে মোটা অংকের ঋণ নিয়ে আত্মসাৎ, প্রযুক্তির অপব্যবহার করে নানা ধরনের অপরাধ বিশেষত গুজব, জালিয়াতি ও প্রতারণা বেশি পরিমাণে হয়েছে। মোবাইল চোরাকারবারিদের ব্যবসার পরিমাণ ২০১৭ সালে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা এবং ২০১৮ বেড়ে তা প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। সারা বছর ধরে স্বর্ণ চোরাচালান অব্যাহত ছিল যা বিভিন্ন সময়ে স্বর্ণ আটক থেকে বুঝা যায়। তাছাড়া নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মনোনয়ন বাণিজ্য ও নগদ

টাকার অবৈধ লেনদেন হয়েছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। নির্বাচনের আগে সীমিত সময়ের জন্য মোবাইল ব্যাকিং সেবা বন্ধ ছিল।

এ বছর জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারাদেশে তেমন কোনও বড় সহিংসতা হয়নি। নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে মোহাম্মদপুরে নির্বাচনী সহিংসতায় ২ কিশোর নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়। এর পরে বিভিন্ন সময় দেশের বিভিন্ন জেলায় নির্বাচনী উত্তাপে কিছু সংখ্যক আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষগুলো যেমন বিরোধী দুই রাজনৈতিক দল তেমনি একই দলের দুই প্রতিপক্ষের মাঝেও সংঘটিত হয়েছে। যেমন: পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীরা দলগত রাজনৈতিক সহিংসতায় লিপ্ত হয়ে হানাহানির ঘটনা ঘটিয়েছে যা প্রায় সকল গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনকে কেন্দ্র করে সহিংসতায় সারাদেশে ১৯ জন নিহত ও বেশ কিছু সংখ্যক আহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে আনসার সদস্যসহ সরকার সমর্থক, বিরোধী দলের সদস্য ও সাধারণ মানুষও রয়েছেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সরকারী দলের লোকজন সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ বছর আইন-শৃঙ্খলা যতটা অবনতি হওয়ার শঙ্কা ছিল, ততটা হয়নি। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে বড় কোনও সংঘর্ষে জড়ায়নি। তাছাড়া যেকোনো ধরনের সহিংসতা মোকাবিলায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ বছর বেশ সতর্ক ছিল। যেমন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশেষ নজরদারি ও ভুয়া অনলাইন পোর্টাল বন্ধের মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য ও গুজব প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য লক্ষ্য করা যায়।

পরিবেশ

পরিবেশের ক্ষেত্রে বছরটিতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। এ বছর জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ অনুমোদন করা হয় যা পরিবেশের উন্নয়নে কিছুটা হলেও অবদান রাখবে। বছরটিতে পরিবেশের ইতিবাচক বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে, অতিবৃষ্টিতে পার্বত্য এলাকায় পাহাড় ধস আগের বছরের চেয়ে কম হওয়া এবং প্রাণহানির পরিমাণ তার আগের বছরের তুলনায় কম ছিল। শহর এলাকার ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারে আগের চেয়ে তৎপরতা বেড়েছে। জৈব সার তৈরীর চেষ্টা এবং রিসাইকেলিং কিছুটা বেড়েছে। বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদনে সরকারী কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব গার্মেন্টস-এর সংখ্যা বাংলাদেশেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি। জীবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে আগের তুলনায় কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে বিশেষ করে পারিজাত পাখি শিকার ও প্রকাশ্য বিক্রির প্রবণতা কমেছে। দেশে পরিবেশ বান্ধব ইটের জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

তবে ইট-ভাটার অনিয়ম এখনো সারা দেশে দেখা যায়। পরিবেশ বান্ধব ইট-ভাটার ক্ষেত্রে ৬৫.৫৮% অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে সরকারী তথ্যে দাবী করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ বালু উত্তোলন অব্যাহত আছে। প্লাস্টিকের রিসাইক্লিং অব্যাহত আছে। দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে বায়ু দূষণ মাপার যন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে দেখা যায় যে, কিছু এলাকায় বছরের ১০০-১২০ দিন পর্যন্ত দূষণের পরিমাণ (পিএম ২.৫ এবং পিএম ১০) গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে বেশি থাকে। ফলে শুকনো মওসুমে শহরে অনেকে মাস্ক পরতে দেখা যায়। বছরটিতে আগের বছরের তুলনায় বেশি লোককে মাস্ক পরতে দেখা যায়। বায়ুদূষণে ঢাকার অবস্থান এখনো অগ্রহণযোগ্য। বায়ু দুষণের ফলে প্রাণহানী অব্যাহত আছে। বন্ধু চুলার ব্যবহার বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, তবে তা এখনো সারাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। এ বিষয়ে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

এ বছর জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ অনুমোদন করা হয় যা পরিবেশের উন্নয়নে কিছুটা হলেও অবদান রাখবে। বছরটিতে পরিবেশের ইতিবাচক বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে, অতিবৃষ্টিতে পার্বত্য এলাকায় পাহাড় ধস আগের বছরের চেয়ে কম হওয়া এবং প্রাণহানির পরিমাণ তার আগের বছরের তুলনায় কম ছিল। শহর এলাকার ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কারে আগের চেয়ে তৎপরতা বেড়েছে। জৈব সার তৈরীর চেষ্টা এবং রিসাইকেলিং কিছুটা বেড়েছে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের তরল, বায়বীয় ও শব্দ দূষণ মাত্রা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সীমিত আকারে

পরীক্ষা করা হচ্ছে। সকল বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে। জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা মাত্র ৩টি প্রতিষ্ঠান শতভাগ কার্যকর করতে পেরেছে।

জীবনিরাপত্তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সচেতনতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা দেশের কোথাও পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় কাকড়া এবং চিংড়ি চাষ বাড়ছে তবে তা এখনো পকেট এলাকায় সীমিত রয়েছে। জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত লোকের শহরের দিকে আসার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।

প্রধান প্রধান নদ-নদীর পানির গুণগত মান পরীক্ষা অব্যাহত রয়েছে। তাতে গত বর্ষায় পানির মান গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে ছিল। সামুদ্রিক দুষণ মনিটরিং এ দেখা যায় যে, শুকনো মওসুমে চট্টগ্রামের উপকুলে কিছু সময়ের জন্য ডিও-এর মান ৬.৩-৮.৫ এবং পিএইচ এর মান ৭.০-৮.৪ এবং টিডিএস এর মান ৮৪২৯-১৩৩৯১ পর্যন্ত ছিল। ফলে দেখা যায় যে, শুকনো এবং বর্ষা মওসুমে এ তিনটির মান বেশ ওঠানামা করেছে। নদী এবং সমুদ্র এলাকায় প্লাস্টিকের বর্জ্য ফেলার পরিমাণ বাড়ছে।

বিশ্বে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) একদল গবেষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সামছুল আলমের নেতৃত্বে একটি গবেষণা দল ইলিশের জীবন রহস্য আবিষ্কার করেন।

সরকার ১৩টি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করেছে। তন্মধ্যে সেন্ট মার্টিনকে রক্ষার জন্য পর্যটকদের যাতায়াত সীমিত করা হয়েছে এবং সেখানে কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সেন্ট মার্টিনে পাখি শুমারী, বনায়ন এবং কচ্ছপের হ্যাচারী করা হয়েছে। হালদা নদীর সংরক্ষণে কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্গানিক ফুড তৈরীর পরিমান দিন দিন বাড়ছে এবং তার চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে যদিও গবেষকদের মতে তা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকরও বটে।

বৈজ্ঞানিক আবিস্কার

২০১৮ সালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়েছে। যেমন, কম সময়ে এবং খরচে মানবদেহে ক্যান্সার রোগ শনাক্তের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের অর্থায়নে পরিচালিত এ গবেষণায় জানানো হয় 'ননলিনিয়ার অপটিক্স' নামের উদ্ভাবিত এই পদ্ধতিতে রক্তের একটি পরীক্ষার মাধ্যমে মাত্র ১০ থেকে ২০ মিনিটেই ক্যান্সার শনাক্ত করা সম্ভব।

পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশনের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ড. মুবারক আহমেদ খান পাট থেকে সেলুলোজ আহরণ করে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পলিমার ব্যাগ তৈরি করেছেন যা দেখতে অবিকল পলিথিন ব্যাগের মত। পচনশীল ও পরিবেশবান্ধব এ ব্যাগ ব্যবহারের পর মাটিতে ফেলে দিলে সহজেই মাটির সাথে মিশে যাবে। উপরন্তু তা মাটিতে সারের কাজ করবে। তিনি এই ব্যাগের নাম দিয়েছেন সোনালী ব্যাগ।

বিশ্বে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) একদল গবেষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ বায়োলজি অ্যান্ড জেনেটিক্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সামছুল আলমের নেতৃত্বে একটি গবেষণা দল ইলিশের জীবন রহস্য আবিষ্কার করেন।

আইসিডিডিআর'বি- এর ডা. জোবায়ের চিশতি শিশুদের নিউমোনিয়া রোগের চিকিৎসার জন্য আবিষ্কার করেছেন একটি যন্ত্র যেটি দিয়ে খুব কম খরচে শিশুদের জীবন বাঁচানো সম্ভব। বাইরের দেশগুলোতে নিউমোনিয়া আক্রান্ত শিশুদের ঠিকমতো শ্বাস নিতে এক

ধরনের কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু যন্ত্রটি অনেক ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে অনেকেই এটি ব্যবহার করতে পারে না। এই যন্ত্রের দাম বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১২ লক্ষ টাকারও বেশি। জোবায়ের চিশতি শ্যাম্পুর বোতলের ব্যবহারে যে যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, তার খরচ পড়ে মাত্র ১০০ টাকার মতো। স্বল্পমূল্যের এই যন্ত্র সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারলে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শিশুমৃত্যুর হার শূন্যে পৌঁছানো সম্ভব।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) ২০১৮ সালে নতুন ৫টি বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নতুন চারটি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৬ টি ফসলের ২২ টি জাত অবমুক্ত করে এবং ২৩ টি ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে যা দেশের টেকশই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করবে।